খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ প্রসঙ্গে

ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা লইয়া সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সিদ্ধান্তে গত রবিবার হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিতে ছাত্রীগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া দাবী জানাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের দাবী মানিয়া লয় নাই। এই বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের সহিতও ছাত্রীদের আলোচনা হয়। অর্থ সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছাত্রীদের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের জানাইয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার এবং কয়েকজন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত কথা বলিতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের নাজেহাল করে এবং প্রশাসনিক ভবনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিয়া ইহার ক্ষতি সাধন করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

দেশের শিক্ষায়তন সমূহ নানারূপ সমস্যার ভারে জর্জরিত। বিশেষভাবে সন্ত্রাস ও সেশনজটের কারণে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম দুর্দিন লক্ষ্য করা যায়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়টি অধিকতর নবীন হওয়ায় সম্ভবত পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বালা মুসিবত হইতে কিছুটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। গত বৎসর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের নামকরণকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশ তোলপাড় হইয়াছিল এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ছিল। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি খুনের ঘটনায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অবরোধের ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল দীর্ঘ ১৪২ দিন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বৎসর মেয়াদী অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স সম্পন্ন করিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ৭-৮ বৎসর লাগিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা কাহারও জন্য মঙ্গলজনক নহে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, বিগত ৪ বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় সহিংসতা অনেক কম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও অনেকটা নিয়মিত। সেসন জট কমিয়া আসিয়াছে নিঃসন্দেহে ইহা প্রশংসার বিষয়। গত বৎসর জাতীয় সংসদের প্রশ্নের জবাবদানের নিমিত্ত শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহিংসতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করিতে বলেন। উক্ত রিপোর্টে পরিলক্ষিত হয় পূর্ববর্তী ৭ বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সহিংস ঘটনায় ৭ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ঐ সময়ে ক্যাম্পাসে মোট সহিংসতার ঘটনা ঘটে ৩ শত ৩৫টি। তবে পরবর্তী ৩ বৎসরে সহিংস ঘটনা কম ছিল এবং গুলী বিনিময় ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে ১ শত ৯৪টি। এতদ্ব্যতীত ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ৪টি সহিংস ঘটনা ঘটে। পূর্বে সন্ত্রাসের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বারংবার বন্ধ হওয়ার নজির আছে। বর্তমান তেমনটির পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটনা কোনরূপেই কাম্য নহে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের নামকরণ লইয়া কিংবা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসন লইয়া সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা কতটা সঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয়। কেবল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নহে ছাত্র-ছাত্রীগণকেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে পাঠ্যসূচীর যে অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়, যে ক্ষতিকর সেশনজটের সৃষ্টি হয়, তাহার অভিশাপ হইতে কেবল ছাত্র-শিক্ষক নহে, অভিভাবকগণও মুক্ত নহেন। দেশের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত অভিভাবকও প্রতীক্ষায় থাকেন, তাহার সন্তানটি কবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস করিবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য এইরূপ প্রতীক্ষায় থাকা কাহারও জন্য স্বস্তিদায়ক নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সমস্যাই আলোচনা সাপেক্ষ। কোন সমস্যাই আন্দোলন করিয়া, সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণ সৃষ্টি করে তাহারা নিছক ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে বা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের প্রয়াসে উহা করিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার অর্থ ঐসব অশুভ শক্তির নিকট নতি স্বীকার করা। শিক্ষাঙ্গন অচল করিয়া কখনই কোন শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থার মঙ্গল সাধন হইতে পারে না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সমস্যার সমাধান শিক্ষায়তন বন্ধ করিয়া কখনও সম্ভব নয়। যত শীঘ্র সম্ভব আলোচনার মাধ্যমেই ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীগণকেও বুঝিতে ও বোঝাইতে হইবে যে শিক্ষায়তন বন্ধ হইলে তাহাদের শিক্ষা জীবনের ঐ সময়টুকু অপচয় হয়। এহেন অপচয় একজন ছাত্রের মূল্যবান জীবনের জন্য অনভিপ্রেত। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলে জাতির জন্যও উহা মঙ্গলকর হইবে। ■